মওলানা আকরম খাঁ

আবু জাফর
সংকলিত
ও
সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

মওলানা আকরম খাঁ

সংকলন ও সম্পাদনা
আবু জাফর

ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ১৩৬২
ই. ফা. গ্রন্থাগার ঃ ৯২৩. ২৫৪৯২ / আবু-ম

প্রকাশক

অধ্যাপক আবদুল গফুর
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা—২

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৌষ ১৩৯৩
রবিউস সানী ১৪০৭

প্রচ্ছদ
প্রাণেশ কুমার মণ্ডল

মুদ্রণে
বর্ণী প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স
১/৭ বি পূব বাসাবো
ঢাকা-১৪

বাঁধাইয়ে
হাতেম এণ্ড ব্রাদার্স
১৬ দেবেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ১২০·০০

MOULANA AKRAM KHAN : A Biography of Moulana Akram Khan written in Bengali, compiled and edited by Abu Jafar and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka.
Price Tk. 120·00 U/S. Dollar 8·00

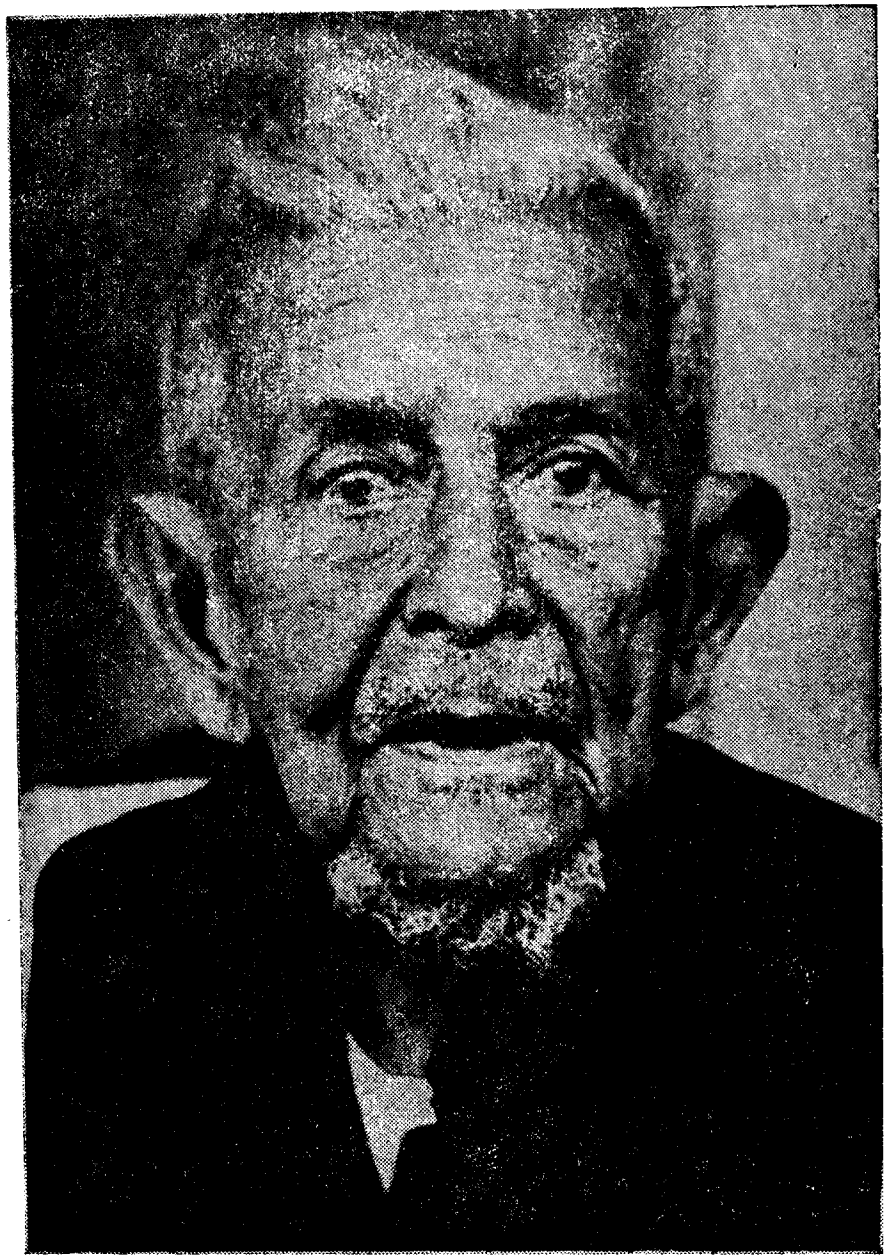

জন্ম ঃ জুন ৭, ১৮৬৮ মোহাম্মদ আকরম খাঁ মৃত্যু ঃ আগস্ট ১৮, ১৯৬৮

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

ব্যাক টু দি কুরআন

হজের মউসুম নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে—মোছলেম জগতের বিভিন্ন প্রান্তের যাত্রীদের সমাগমে মক্কানগর অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হরম শরিফে মগরব ও এশার নামাজে যে জনসমাগম হয়, তাহার সংখ্যা এক লক্ষের কম হইবে না। এই লক্ষ মোছলেমের মহা-সম্মেলনে আমি হজ্বের লক্ষ্যকে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। সে চেষ্টার ফলাফল পরে প্রকাশ করার প্রয়াস পাইব।

আজকাল বিভিন্ন দেশের আলেমবৃন্দ হরম শরিফে দরছ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ বোখারী, কেহ মোয়াত্তা, কেহ ফেকা এবং কেহ ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে দরছ দিতেছেন। শত শত মুছলমান ইঁহাদের দরছে উপস্থিত থাকিয়া পরিতোষ লাভ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি এই সকল দরছে বসিয়া বিশেষ কোন আনন্দ বা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। না পারার একটা প্রধান কারণ এই যে, অধ্যাপকেরা সকলেই সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় পরিপূর্ণ—অধিকাংশ সময় নিজ নিজ মজহাবের ওকালতী করিতেই তাহাদের সমস্ত প্রতিভার সদ্ব্যয় হইয়া থাকে।

যে বিভাগ বিচ্ছেদকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য কা'বা'কে বিশ্ব মোছলেমের কেবলা করা হইয়াছে, যে জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার সমন্বয় সাধনের জন্য হজ্বের এই মহাসমীকরণব্রত সেই কা'বার ছায়ায় বসিয়া এবং হজ্বযাত্রীদিগকে লইয়া বিভাগ বিচ্ছেদের ভূমিকে মজবুত করা হইতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়! নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় দুই-একবার এ সম্বন্ধে অধ্যাপক মহোদয়গণের সঙ্গে আলোচনা এমনকি তর্ক-বিতর্ক পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক বহু অনুসন্ধান করিয়াও হরম শরিফের কুত্রাপি কুরআন অধ্যয়ন অধ্যাপনার সন্ধান পাইলাম না। ইহাতে প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিল এবং একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজের মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়া স্বস্তি লাভের চেষ্টা করিলাম। তিনি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলেন—রোগের ঘর ত এই খানে।

কথাটা খোলাসা করিয়া বলিতে অনুরোধ করায় তিনি যাহা বলিলেন, তাহার একাংশের সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

আল্লাহ কুরআনে মুছলমানকে 'আদল' অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আদল—শব্দের অর্থ হইতেছে—"ওয়াজউশ শাইয়ে ফি মহাল্লিহি"—প্রত্যেক বিষয়কে যথাস্থানে স্থাপন করা। কোন বিষয় বা বস্তুকে তাহার যথাস্থানের নিম্নে-উর্দ্ধে স্থাপন করা উভয়ই আদলের বিপরীত। আদলের বিপরীত জুলুম বা অত্যাচার, আর অত্যাচারী ব্যক্তি বা জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে আল্লাহতালা কুরআনে একথাও মুছলমানকে পুনঃপুনঃ বলিয়া দিয়াছেন। মুছলমানের অবস্থা আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, তাহার জাতীয় জীবন এই অত্যাচার পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার সাধনাকে যথাস্থানে নিহিত করিতে সে আজ অতি নির্মমভাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। আলি ও ইমামকে নবীর আসনে ও নবীকে আল্লার আসনে বসাইয়া দিতে সে সততই উৎসুক, অন্যথায় তার ধর্ম সাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়। মুছলমানের জাতীয় ভাবধারার প্রত্যেক স্তরে এই মহাব্যাধি অতি মারাত্মকরূপে সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের চিন্তা নায়কদের মধ্যে অনেকেই এই রোগের সন্ধান অবগত আছেন। কিন্তু তাহার মূল কারণ সম্বন্ধে তাঁহারা খুব অল্পই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। আমার মতে ইহার মূল কারণ হইতেছে—কুরআন সম্বন্ধে মুছলমানের আদলের অভাব। মুছলমান কুরআনকে যথাস্থানে স্থাপন করে নাই। শুধু ইহাই নহে, বরং সে কুরআনকে তাহার উচ্চতম আসন হইতে নামাইয়া আনিয়া প্রথমে হাদিছকে, এবং পরে ফেকাকে তাহার স্থানে বসাইয়া দিয়াছে। সেই জন্য দেখিতে পাই, বোখারী ও হেদায়ার মর্ম অবগত হইতে আমাদের ছাত্রগণ যে পরিশ্রম করিয়া থাকেন, কুরআন শিক্ষার জন্য

তাহার শতাংশের একাংশ চেষ্টা করাও তাঁহারা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। মুছলমান সমাজে প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত প্রতিভা হাদিছ ও ফেকার গ্রন্থ রচনা করিতে এবং যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে তাহার টীকা লিখিতে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। কুরআনের তফছির রচনা করার আবশ্যকতা তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই অনুভব করিয়াছেন। সবেধন নীলমণি এমাম ফখরুদ্দীন রাজী আর এমাম শওকানী। এমাম রাজীর হাদিছ সংক্রান্ত দারিদ্র্যের কথা সকলেই অবগত আছেন। তফছিরের প্রতি সাধারণ উপেক্ষা বশতঃ শওকানীর মূল্যবান তফছির খানি আজও মুদ্রিত হইতে পারিল না। ফলে কুরআনের জ্ঞান উপকথা সঙ্কলকদিগের 'জয়গুণ হানিফা'র কেচ্ছায় একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে। হেদায়া ও বোখারী না পড়িলে মৌলবী হওয়া যায় না। কিন্তু বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, মৌলবী হওয়ার জন্য এখন আর কুরআন পাঠের আবশ্যক করে না। বর্তমান যুগের মৌলবী সমাজ আমরা—আমাদের মধ্যে কয়জন বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে, ফেকা, হাদিছ ও ওছুল শিখিবার জন্য তাঁহারা যে পরিশ্রম করিয়াছেন, কুরআন পাঠের জন্য তাঁহার দশমাংশ শ্রম স্বীকার করিতে তাঁহারা জীবনে কখনও প্রস্তুত হইয়াছেন? ইহার প্রতিকার করার শেষ সময় এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। কোন প্রকার ভয়-ভাবনা না করিয়া এই সত্যকে সমাজের মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত করা এখন সমাজ সংস্কারকদিগের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। "কুরআনকে যথা স্থানে প্রতিষ্ঠিত কর—আল্লাহ তোমাকে আবার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবেন"।*

*মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৯২৯ সালে পবিত্র হজের মওসুমে মক্কা শরীফে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার অনুভূতি প্রকাশের জন্য সেখান হইতেই প্রবন্ধটি প্রেরিত হইয়াছিল। ১৩৩৬ সালের (২য় বর্ষ আষাঢ়) ৯ম সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে রচনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

এছলামের রাজ্যশাসন বিধান

প্রাথমিক কথা

॥ ১ ॥

দিন ও দুনিয়া

এছলামের কোন বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় প্রথমে বুঝিয়া নিতে হইবে যে, মানুষের জীবনকে পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কুক্ষীতে বিভক্ত করিয়া দেখার সাধারণ রীতি সেখানে আদৌ কোন স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগতভাবে জীবন-সাধনার জন্য যেসব কল্যাণকে অর্জন করা মানুষের পক্ষে আবশ্যক এবং যে সব অকল্যাণকে বর্জন করিয়া চলা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য, এছলামের দৃষ্টিতে সেই অর্জন ও বর্জনের সমুদয় শিক্ষা ও সাধনাই ধর্মের অঙ্গীভূত। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি প্রভৃতি বলিয়া মানব জীবনের কোন বিভাগ এছলামে নাই। এছলামের দৃষ্টিতে অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা যেমন মানুষের ধর্ম এবং এবাদত-বন্দেগীও যেমন মানুষের ধর্ম, ঠিক সেইরূপ আর্থিক জীবনের উন্নতি করাও তাহার ধর্ম, সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাও তাহার ধর্ম, পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সুশান্তরূপে গড়িয়া তোলাও তাহার ধর্ম, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য দেশে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করাও তাহার ধর্ম,—এমন কি স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপও তাহার ধর্ম। সংক্ষেপে, মানুষের জীবন-সাধনাকে সমগ্রভাবে ও সর্বব্যাপীভাবে গ্রহণ করার এবং এই সাধনাকে জীবনের সকল স্তরে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার স্বাভাবিক বিধানের নামই এছলাম। এই জন্য কুরআন মজীদে এছলামকে دين বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।